অথর্ব একাডেমী

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

বাংলা একাডেমীর দায়হীনতা, অব্যবস্থাপনা, নব্য জাতীয়তাবাদী প্রকাশকদের দৌরাত্ম্যের মধ্য দিয়েই চলছে অমর একুশের বইমেলা। প্রকাশকদের স্টল বরাদ্দে একাডেমী তার নীতিমালা মানেনি। মানা হয়নি নকশা। নিয়ম বহির্ভূতভাবে একাডেমী ২৮টি নামধারী জাতীয়তাবাদী প্রকাশককে স্টল বরাদ্দ দিয়েছে। তাদের প্রথম দিকে ভালো জায়গার ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রকৃত প্রকাশকরা মেলার পেছনদিকে স্টল পেয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। স্টল বরাদ্দে অনিয়মের ফলে কয়েকজন প্রকাশক সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে স্মাক্ষরলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, এবছর কিছু লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও হাওয়া ভবনের নাম ব্যবহার করে মেলা কমিটিতে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নেয়। প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রথা ভেঙে পছন্দ মতো স্টলগুলো আগেভাগে নির্ধারণ করে। লটারির সময় তাদের প্রকাশনার নাম ও নির্ধারিত স্টলগুলোর নম্বর বাদ রেখে লটারি সম্পন্ন করে। বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ প্রকাশকেরা তদন্ত চেয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেউ কেউ অন্যায় অনৈতিক কাজ করে নিজেদের 'হাওয়া ভবন'-এর লোক হিসেবে দাবি করছেন, প্রচার করতে চাইছেন। এরকম একজন সূচিপত্রের সাঈদ বারী। কাটপিস এবং পাইরেসির অভিযোগে অভিযুক্ত সাঈদ বারীকে মেলা কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সাঈদ বারী কী আসলেই হাওয়া ভবনের লোক?

তবে মেলায় প্রতিদিন মানুষের ভিড় হচ্ছে। বইয়ের বিক্রিও ভালো হচ্ছে বলে প্রকাশকরা জানিয়েছেন। মেলায় ইতিমধ্যে ৬ শতাধিক নতুন বই এসেছে। প্রতিদিনই মেলায় লেখক-প্রকাশকরা আসছেন।

মেলা নিয়ে ভাবনা

বাঙালির মননশীলতার প্রতীক অমর একুশে বইমেলা বাংলা একাডেমীর দায়হীনতার মধ্য দিয়েও লেখক, প্রকাশক, পাঠকের মহা মিলনমেলা হয়ে উঠেছে। মেলায় গত ২০ ফেব্রুয়ারি এসেছিলেন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ। মেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' গত দুই দশকে ঢাকা শহরে প্রচুর লোক বেড়েছে। সে অনুযায়ী মেলার জায়গা বাড়েনি। মেলাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও সোহরাওয়ার্দীতে মেলাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলে সব লোক একাডেমীর ভেতরে ঢুকবে না। ছড়িয়ে পড়বে। তখন নিরিবিলি দেখেশুনে পাঠক বই কিনতে পারবে। আসলে একুশের বইমেলা নিয়ে আমাদের আরো ভাবতে হবে।' মেলায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এসেছিলেন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি

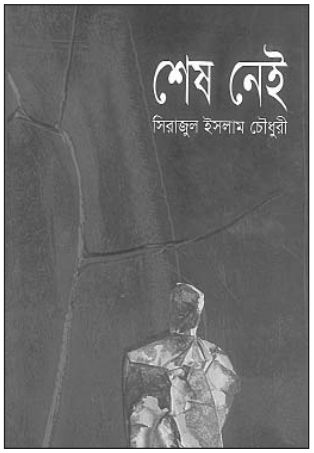

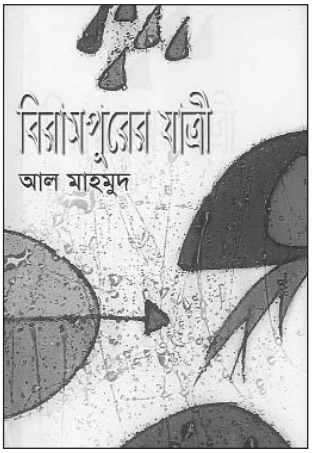

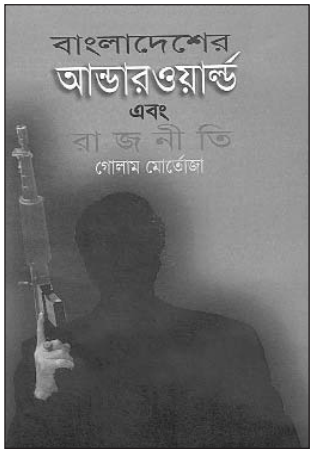

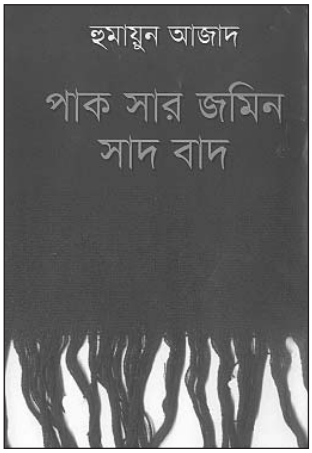

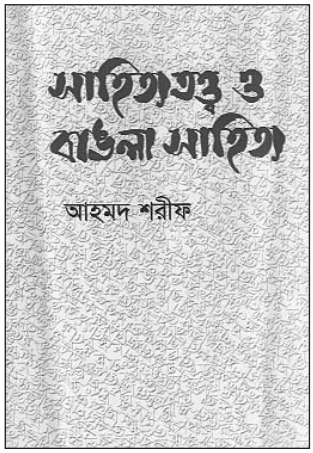

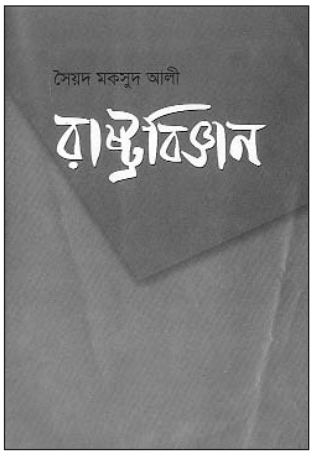

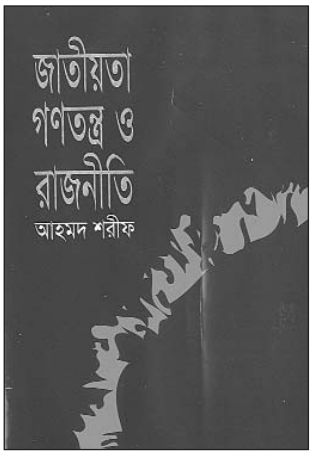

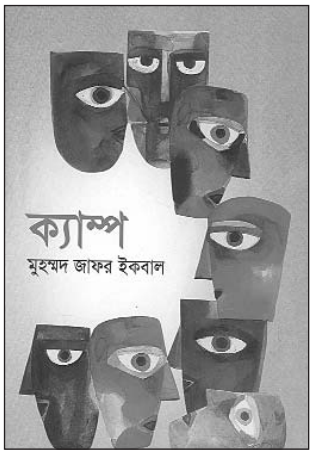

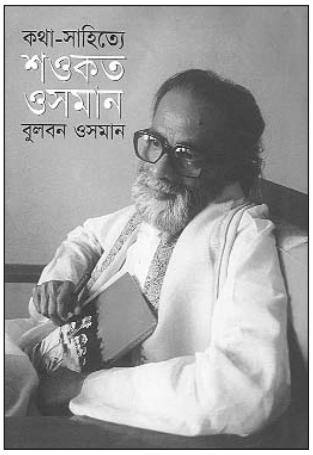

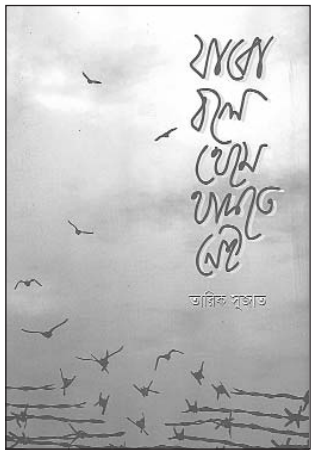

ফেব্রুয়ারি জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালকে বসে থাকতে দেখা যায়। তাকে ঘিরে রেখেছে উৎসুক পাঠক। একের পর এক তিনি নিজ বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়ে ভক্ত পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। মেলা প্রসঙ্গে জাফর ইকবাল ২০০০কে বলেন, 'বইমেলায় প্রচুর বই আসছে। অনেক তরুণ বই লিখছেন। সব কিছু দেখে আমার খুব ভালো লাগে।' মেলা প্রসঙ্গে কবি রফিক আজাদ ২০০০কে বলেন, একুশের বইমেলায় পাঠকেরা যাচাই করে বই কেনার দুর্লভ সুযোগ পায়। লেখক, প্রকাশক পাঠক সারা বছরই এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বইমেলায় এলেই আমার ভালো লাগে। এতো মিলন মেলা' অন্য প্রকাশে প্রায় দেখা যায় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনকে। তিনি বলেন, 'মেলা আজ খুব ভালো লাগছে।' দিব্য প্রকাশনীতে বসছেন ঔপন্যাসিক মঈনুল আহসান সাবের। কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকেও প্রায় মেলায় ঘুরতে দেখা যায়। পার্ল প্রকাশনীতে বসে ২০০০কে বলেন, 'আমি সময় পেলেই মেলায় আসছি। আমার বেশ ভালো লাগছে। আগামী প্রকাশনীতে প্রতিদিন বসছেন হুমায়ুন আজাদ। তিনি পাঠকদের হাতে অটোগ্রাফসহ বই তুলে দিচ্ছেন। একুশের বইমেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সারা দেশের অব্যবস্থাপনার ছাপ মেলায় পড়ছে। এ নিয়ে এখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই। তবে মেলায় এলে ভালো লাগে।' সময় প্রকাশনীর পাশে একটি টুলে ২০ পাঠকদের হাতে অটোগ্রাফসহ বই তুলে দেন আনিসুল হক। তিনি ২০০০কে মেলা প্রসঙ্গে বলেন, 'বইমেলায় প্রচুর বই আসছে। সেই সঙ্গে বইয়ের বৈচিত্র্যও দেখা যাচ্ছে। শুধু গোলাপ নিয়েই বইমেলায় একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আগে যা আমাদের দেশে ভাবাও যায়নি। প্রকাশকরাও সিরিয়াস বই প্রকাশে এখন খুব আগ্রহী। এটা খুবই ইতিবাচক দিক।' তিনি নতুন প্রজন্মের লেখক প্রসঙ্গে বলেন,

পেশাদার খুনি... ভাড়াটে সন্ত্রাসী... গডফাদার... আর... জানতে হলে, পড়তে হবে

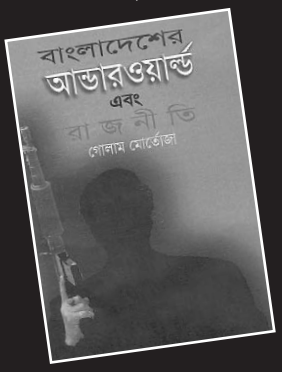

গোলাম মোর্তোজা'র
বাংলাদেশের
আন্ডারওয়ার্ল্ড
এবং রাজনীতি

প্রকাশনী

গল্পগুলো অন্য স্বাদের ভিন্ন মাত্রার... এক নি:শ্বাসে পড়ার মতো

শিশিরাদ্র মামুনের
বৃষ্টির চোখে জল

পাওয়া যাচ্ছে
বইমেলায়

ঐতিহ্য

রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

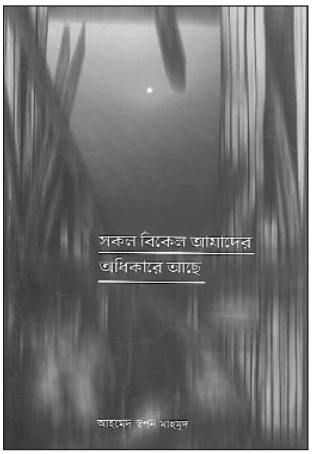

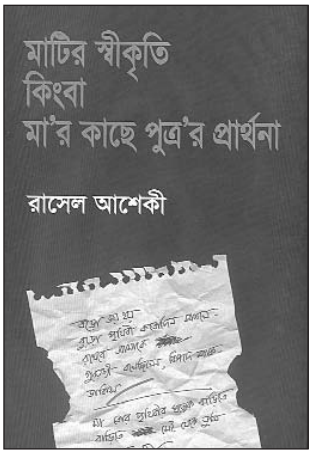

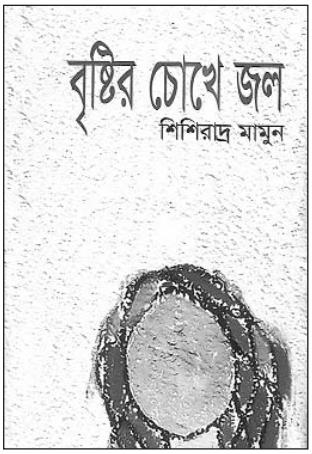

স্টলে দেখা যায়। মেলায় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন প্রায় আসলেও, কবি নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহাকে দেখা যায়নি। তবে মেলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশকদের। মেলা প্রসঙ্গে বিদ্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মজিবুর রহমান খোকা বলেন, 'মেলা নিয়ে বাংলা একাডেমীর কোনো ভাবনা নেই। দায়িত্ব আছে বলেই মনে হয় না। প্রকাশকদের কোনো কথায়ই একাডেমী কর্ণপাত করে না। চরম অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মেলা চলছে।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এ বছরকে শিশু গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করেছেন। অথচ মেলায় তার কোনো প্রতিচ্ছবি নেই। একাডেমী মেলায় একটি শিশু কর্নার করতে পারতো।' আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি ২০০০কে বলেন, 'মেলা অভিভাবকহীন। একাডেমী নিজেই নিয়ম ভেঙে ৩০ থেকে ৫০ ভাগ ছাড়ে বই বিক্রি করছে। অথচ প্রকাশকদের ওপর নিয়ম চাপিয়ে দিচ্ছে। একুশের বইমেলাটিকে একাডেমী বাজারে পরিণত করেছে।' সময় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'বইমেলাকে প্রকাশকদের মেলায় পরিণত করতে হবে।' অনন্যার স্বত্বাধিকারী মনিরুল

'অনেকেই ভালো লিখছেন। তবে তাদের লেগে থাকতে হবে। বই পড়তে হবে। মেধা ও একাগ্রতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে তারাও এক সময় উঠে আসবে। কবি আবু হাসান শাহরিয়ার ২০০০কে বলেন, 'শুধু ঘটা করে বইমেলায় মোড়ক উন্মোচক করলেই ভালো বই হয়ে যায় না। খারাপ বইয়েই ঘটা করে মোড়ক উন্মোচন হয়। এতে পাঠক প্রতারিত হতে পারে।' মেলায় সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক রেজানুর রহমান,ছড়াকার আমীরুল ইসলামকে বিভিন্ন

আমীরুলের ছড়া মানেই...

সহজ ছড়া যায় না
লেখা সহজে

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়
অনন্যার স্টলে

কথাসাহিত্যিক

রাবেয়া খাতুনের

সেরা বইটি
আমরাই প্রকাশ করে থাকি

এই মেলায়
আমরা প্রকাশ করেছি

✺ প্রেম কিংবা পরশ পাথর

✺ স্মৃতির জ্যোতির্ময় আলোকে

যাঁদের দেখেছি

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়
অনন্যার স্টলে আসুন

হক বলেন, 'বাংলা একাডেমী নিয়ম তৈরি করে। নিজেই ভেঙে ফেলে। তাহলে নিয়ম করার প্রয়োজন কি। একাডেমী স্টল বরাদ্দের নিয়ম মানেনি। এখন একাডেমী নিজের বই নিয়ম ভেঙে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কমিশনে বিক্রি করছে।' অনুপমের স্বত্বাধিকারী মিলন কান্তি নাথ বলেন, 'চরম অব্যবস্থাপনার মধ্যে চলছে বইমেলা। পাইরেসি বইতে মেলা সয়লাব। অথচ মেলা কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা নেই। তারা উল্টো সত্যিকার যারা বই প্রকাশ করে তাদের হয়রানি করে।' মুক্তধারার পরিচালক জওহরলাল সাহা বলেন, '৭৪ সালে মুক্তধারার উদ্যোগে একাডেমীর প্রাঙ্গণে আমরা বইমেলা শুরু করেছিলাম। আজকে সেই মেলা বিশাল আকার নিয়েছে। তবে বইমেলাকে ঢাকায় সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। জেলা, থানা পর্যায়েও বইমেলার আয়োজন করা প্রয়োজন। বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ বাড়াতে হবে।' শ্রাবণের স্বত্বাধিকারী রবীন আহসান ২০০০কে বলেন, 'একুশে বইমেলার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বাংলা একাডেমী। এ নীতিমালা রক্ষার দায়িত্ব বাংলা একাডেমীর। অথচ একাডেমী নিজেই নীতিমালা ভাঙছে। বইমেলা বিগত দিনগুলোতে যতটুকু এগিয়েছিল, এ বছর ততটুকুই পিছালো। একুশে বইমেলাকে প্রকাশকদের মেলায় পরিণত করতে হবে। বাজারে পরিণত করলে চলবে না। মূলত এবারের মেলা চলে গেছে নামধারী প্রকাশকদের দখলে।' তিনি বলেন, একাডেমী বইমেলার জন্য ওয়েবসাইট খুলতে পারতো। গেইট করতে পারতো, তা করেনি। অথচ ইচ্ছে করলেই কোনো স্পন্সর নিয়ে তারা এ কাজটি করতে পারতো। আসলে কোনো

ফরিদুর রেজা সাগরের

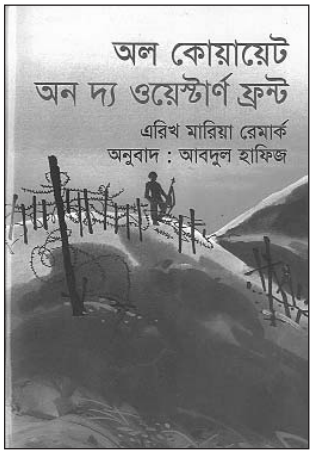

সাপ্তাহিক ২০০০
এ প্রকাশিত
ছোটকাকু সিরিজের
৪টি বই

- কক্সবাজারের কাকাতুয়া
- খেলা হলো খুলনায়
- জাদুঘরের জাদুকর
- গোলমালে গড়াগড়ি

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়
অনন্যার স্টলে আসুন

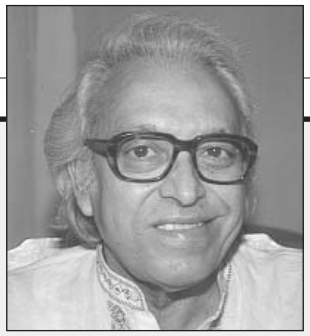

শামসুর রাহমান

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

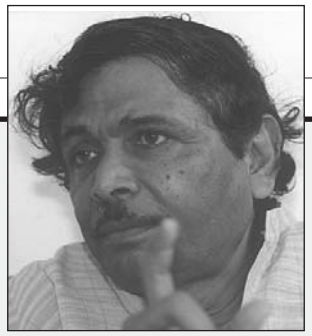

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

রাবেয়া খাতুন

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

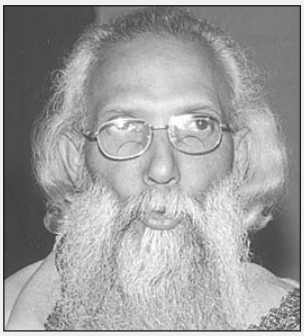

নির্মলেন্দু গুণ

সেলিনা হোসেন

হুমায়ূন আহমেদ

রফিক আজাদ

ইমদাদুল হক মিলন

মঈনুল আহসান সাবের

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

দায়িত্ব একাডেমী নিতে চায়নি। তারা দায়সারা গোছের আচরণ করেছে।' রবীন্দ্র সমগ্র প্রকাশ প্রসঙ্গে ঐতিহ্যের স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাঈম বলেন, বিশ্ব ভারতীর হাতে কপি রাইটের স্বত্ব ২০০২ সালে পর্যন্ত ছিল। কপি রাইটের স্বত্ব উন্মোক্ত হয়ে যাবার পর সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী এক সঙ্গে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। সুলভ মূল্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি। তিনি বলেন, একুশের মেলা শুধু প্রকাশকদের জন্য হওয়া উচিত। জানা গেছে, এ বছর মেলায় ২৮টি প্রকাশনীকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে লটারি ছাড়া স্টল দিয়েছে। কমল, জোনাকী, লাবণী, মৌলি, হাসি, সুচয়নী, জাসাস, দারুনী, জিয়া প্রকাশনী, দশদিক লটারি ছাড়া পেয়েছে ভালো জায়গায় স্টল বরাদ্দ। একাডেমী মেলায় মুক্তভাবে হাঁটা-চলার কোনো জায়গা না রেখে স্টল বরাদ্দ দিয়েছে। ফলে মেলায় জটলার সৃষ্টি হচ্ছে।

আনিসুল হক

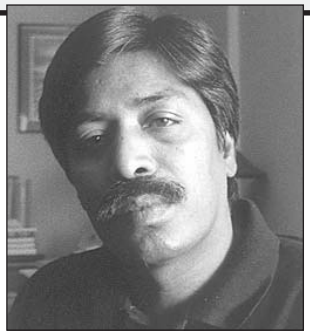

রেজানুর রহমান

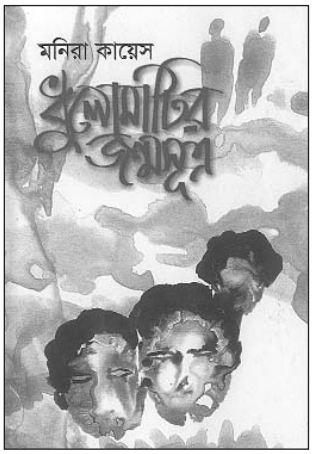

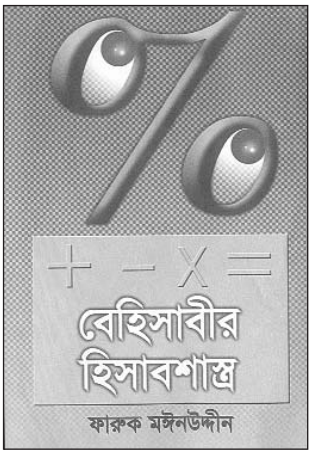

মেলায় আসছে নতুন বই : মেলায় প্রায় ছয় শতাধিক নতুন বই এসেছে।

সময় প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে

প্রকাশক

মজিবর রহমান খোকা, *বিদ্যা*

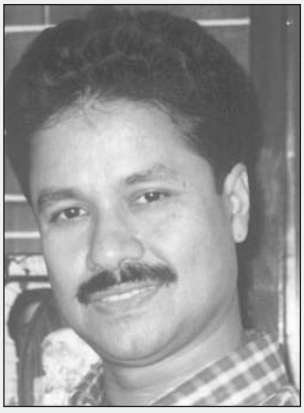

আহমেদ মাহমুদুল হক, *মাওলা*

ফরিদ আহমেদ, *সময়*

মনিরুল হক, *অনন্যা*

ওসমান গণি, *আগামী*

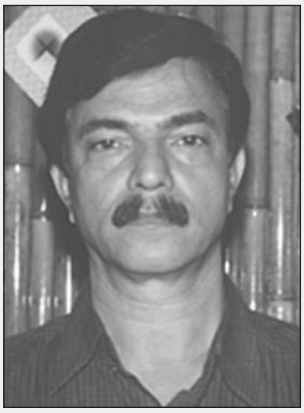

মিলন কান্তি নাথ, *অনুপম*

আরিফুর রহমান নাইম, *ঐতিহ্য*

ফয়সল আরেফিন দীপন, *জাগৃতি*

বিচিত্র ধরনের বই। এ প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নিয়ে লেখা শিশু সাহিত্য সুহানের গল্প। বইটি মেলায় সাড়া জাগিয়েছে। মেলায় এসেছে কবীর চৌধুরীর হাওয়ার্ড ফাস্টের অনূদিত উপন্যাস লোলা গ্রেসের উপখ্যান। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি। অনিসুল হকের ক্ষুধা ও ভালোবাসার গল্প। ধ্রুব এষের উপন্যাস মায়াবিনী। মুনতাসীর মামুনের গবেষণাধর্মী বই উনিশ

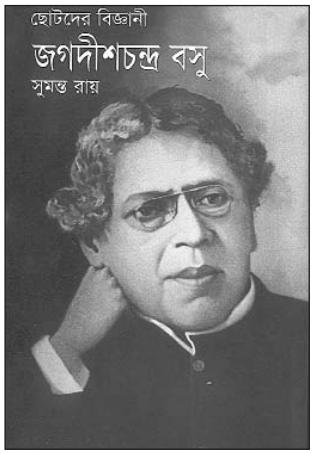

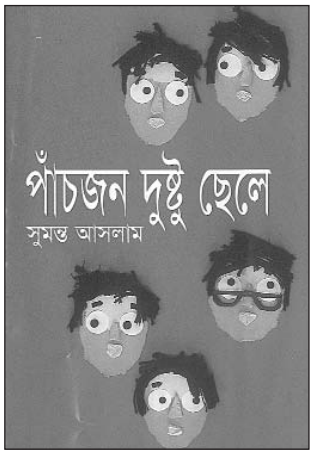

রবিন আহসান, *শ্রাবণ*

শতকের ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা। বুলবন ওসমানের 'কথা সাহিত্যে শতকত ওসমান'। বিপ্রদাস বড়ুয়ার নিসর্গের খোঁজে। মারুফ রায়হানের গ্রন্থনায় 'দুই ভুবনের দুই শিল্পী : জীবন কথা- কলিম শরাফী ও মুস্তফা মনোয়ার। মতিউর রহমান সম্পাদিত

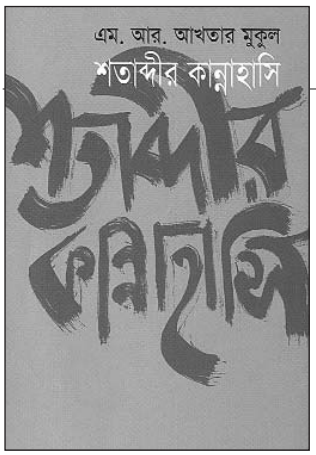

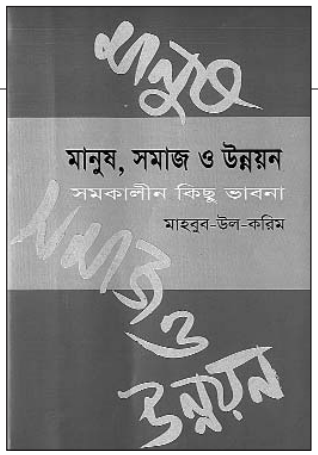

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ আমার ভালোবাসা। আমীরুল ইসলামের শিশুতোষ গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের শেষ নেই।

অনন্যা প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে বেশ কয়েকটি নতুন বই। ফয়েজ আহমেদের উপন্যাস এক চিমটি মেয়ে, মুহম্মদ জাফর ইকবালের ক্যাম্প। ফরিদুর রেজা সাগরের শিশুতোষ গ্রন্থের ৪টি সিরিয়াল কক্সবাজারে কাকাতুয়া, খেলা হলো খুলনায়, জাদুঘরের জাদুকর, গোলমালে গড়াগড়ি। শিশু সাহিত্যের মজার ৪টি অ্যাডভেঞ্চার সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছে। নারীবাদী লেখিকা মিনা ফারাহর প্রবন্ধের বই নারীর জীবন যৌবন বার্ধক্য। শামসুর রাহমানের কবিতার বই প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা। এমআর মুকুলের শতাব্দীর কান্নাহাসি। প্রণব ভট্টের পুতুলের মতো মেয়ে। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস প্রেম কিংবা পরশ পাথর, আনিসুল হকের মনে রেখো প্রিয় পাতা। আমীরুল ইসলামের আমি গাছ বলছি। ফরিদুর রেজা সাগরের ইডিপ্লাসের অতিথি, গুরুটের চশমা।

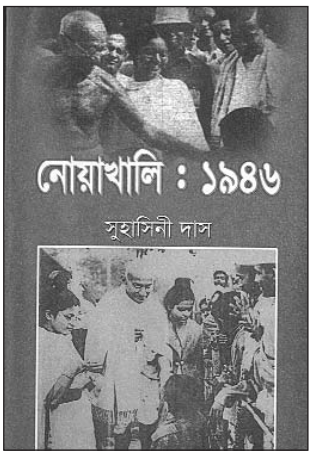

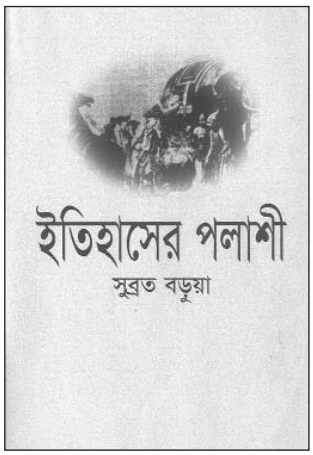

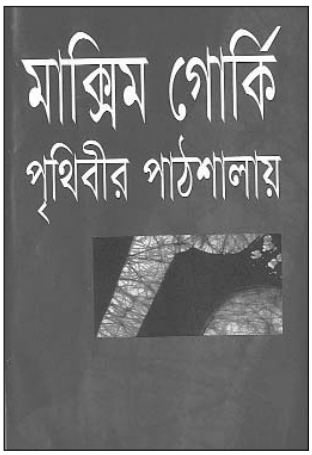

অমর একুশে বইমেলায় মাওলা ব্রাদার্স ৫০টি নতুন বই নিয়ে এসেছে। মেলায় তারা নিয়ে এসেছে ড. মুহম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক বই 'গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন'। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রচনা সমগ্র ৩'। গোলাপ সম্পর্কিত একটি ভিন্নধর্মী বই, আবদুশ শাকুরের 'গোলাপ সমগ্র'। ডঃ সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর। বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত উপন্যাস মনিকা আলীর ব্রিকলেন অনুবাদ। আহমদ ছফার উপন্যাস সমগ্র। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর'। দাউদ হায়দারের কবিতার বই 'আমার হাতে কয়েকটি অপরাহ্ন ও মারণাস্ত্র'।

বইমেলায় সাহিত্য প্রকাশ থেকে এসেছে আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই 'যাদের অন্তর্লোকে একাত্তর জ্বলছে'। মেঃ জেঃ (অবঃ) খলিলুর রহমানের একাত্তরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্যে মৃত্যু'। মাহমুদুল হকের উপন্যাস অশরীরী। রশীদ করীমের প্রবন্ধ সমগ্র। ইলা মজুমদারের স্মৃতিকথামূলক বই দিনগুলি মোর। ফয়েজ আহমেদের এক গ্লাস পানি। আবু হাসান শাহরিয়ারের সে থাকে বিস্তর মনে বিশদ পরানে। মেলায় এসেছে তার কবিতার বই প্রেমের কবিতা। বইটি মেলায় বেশ ভালো চলছে।

আগামী প্রকাশনী মেলায় হুমায়ুন আজাদের

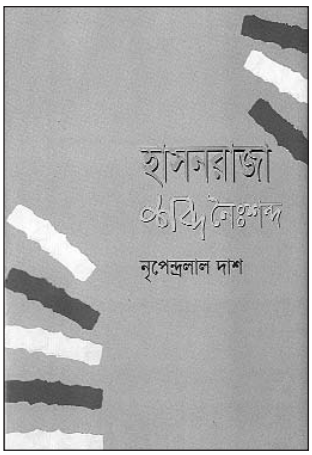

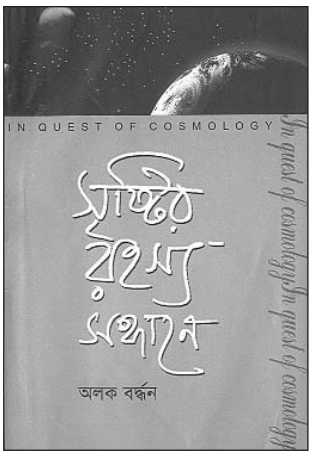

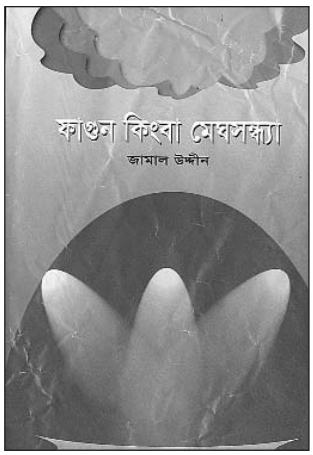

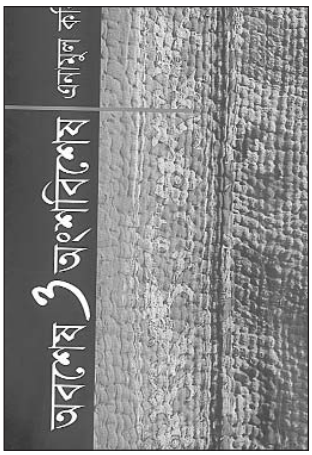

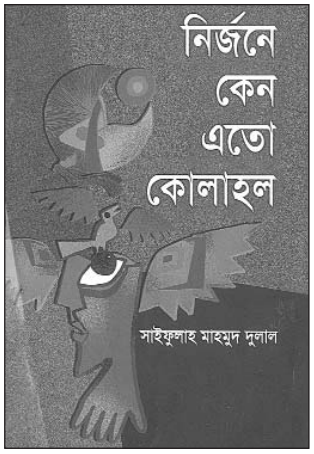

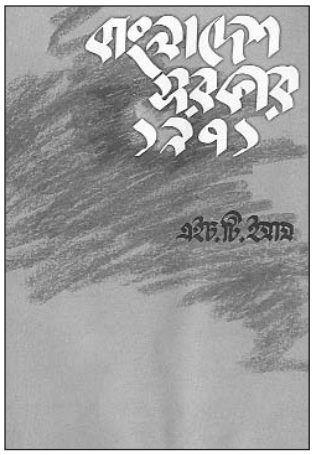

বই বর্ণমালায় বাংলাদেশ।

বিদ্যা প্রকাশ থেকে মেলায় এসেছে সাংবাদিক মুজতাহিদ ফারুকীর উপন্যাস স্বপ্নের দেশে যতো যাই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ সমগ্র ২। অন্য প্রকাশ থেকে বেরিয়েছে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস জোছনা ও জননীর গল্প এবং কত দিন পরে এলে। শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কালের ধুলোয় লেখা। নির্মলেন্দু গুণের নির্বাচিত ১০০ কবিতা। মারুফ রায়হানের কাব্যগ্রন্থ 'দূরে স্বাতীতারা জাগে'। ভ্রমণ বিষয়ক বই ভ্রমিও দেশে দেশে। ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাস বধূয়া, জোছনা রাতে তিনটি মেয়ে, রেজানুর রহমানের উপন্যাস মনজিল।

শ্রাবণ থেকে মেলায় এসেছে সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজার বই 'বাংলাদেশের আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং রাজনীতি'। বইটিতে দেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অবৈধ অর্থ, সন্ত্রাসী জগতের যোগাযোগের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এ প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ। বইটি আনু মুহম্মদ সম্পাদিত।

৪টি বই নিয়ে এসেছে। ২টি উপন্যাস একটি প্রবন্ধের বই, একটি কবিতার বই। হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসের বই 'একটি খুনের স্বপ্ন', 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। প্রবন্ধের বই ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য। আগামী থেকে মেলায় এসেছে সৈয়দা রাজিয়া আহমেদের উপন্যাস 'মেঘলা আকাশ'। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই নিরুদ্দিষ্ট মায়ের খোঁজে। মাজহারুল ইসলামের অরুণায় মহাকাব্য। প্রবীর সিকদারের ছড়ার

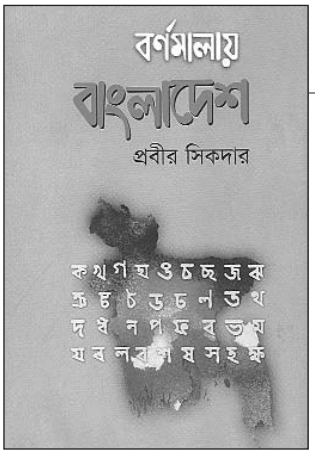

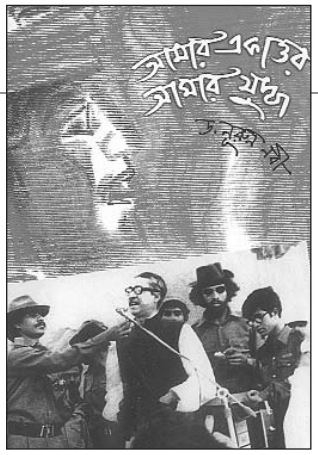

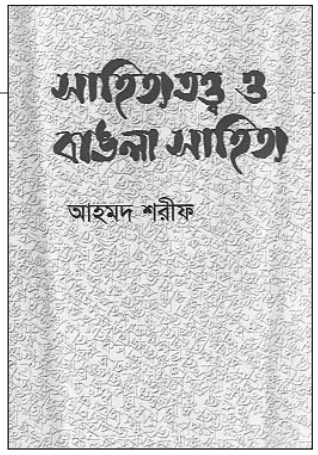

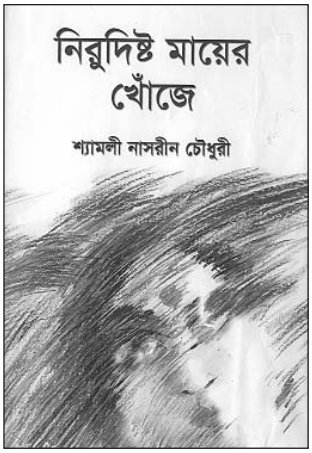

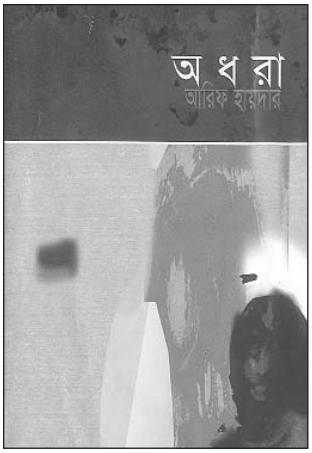

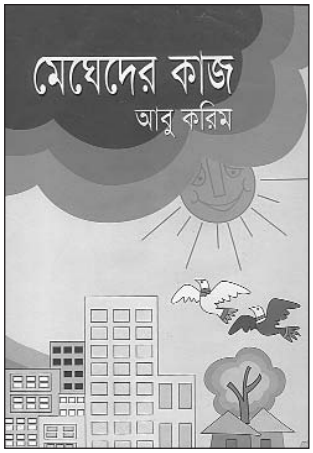

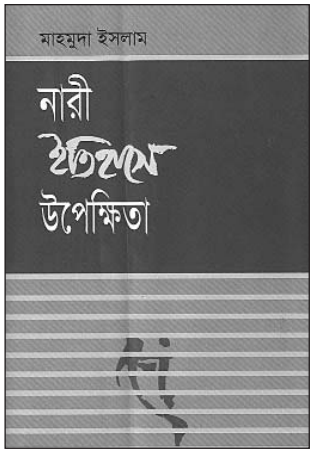

ছড়াকার রবীন আহসানের ১০০ ছড়া। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত ইরাক যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক বিশ্ব।

অনুপম প্রকাশনী প্রকাশনার ২৬ বছর পূর্তি উৎসব পালন করছে। বইমেলায় অনুপমের ২৬টি নতুন বই এসেছে। অনুপম থেকে মেলায় এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের কিশোর সাহিত্য মধ্যরাত্রির তিনজন দুর্ভাগা তরুণ, আহমাদ মাযহারের তোমার জন্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প। জাকারিয়া স্বপনের উপন্যাস আমার শ্রাবণ। ড. মোহাম্মদ হান্নানের বাংলাদেশের ইতিহাস। শাজাহান সরদারের বাংলাদেশের পাখপাখালী। রবিশঙ্কর মৈত্রীর আধুনিক বাংলা বানান অর্থ উচ্চারণ অভিধান। সিরাজুল ইসলামের উপন্যাস শেষ নেই। মঞ্জু সরকারের দানেশের দেশ বিদেশ।

মুক্তধারা মেলায় নিয়ে এসেছে তিতাস চৌধুরীর অন্য রকম রবীন্দ্রনাথ। নন্দলাল শর্মার ডাকঘরের কথা। আবু সালেহর তাড়িংমারিং। মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী।

পার্ল প্রকাশনী থেকে মেলায়

কথা সাহিত্যিক
রাবেয়া খাতুনের
নতুন দুটি উপন্যাস

✺ ঠিকানা বিএইচ টাওয়ার
✺ একটি বাণিজ্যিক উপন্যাস

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়
আজকাল প্রকাশনী

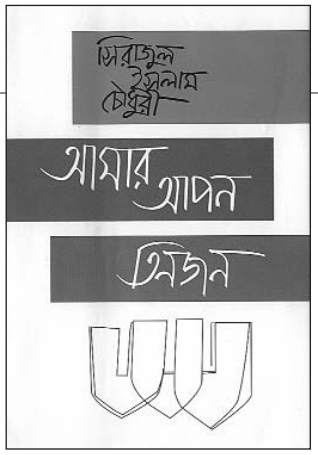

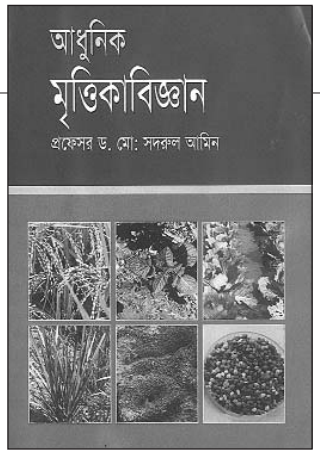

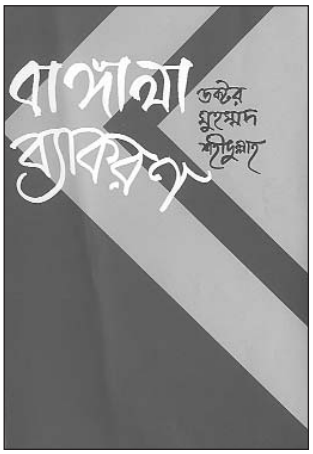

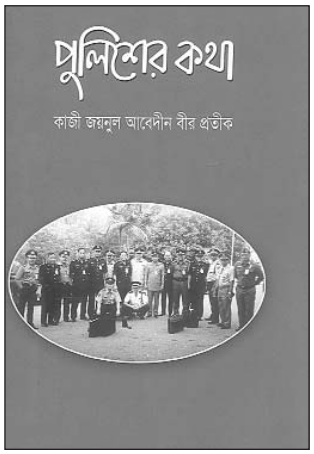

এসেছে আনিসুল হকের উপন্যাস একাকী একটি মেয়ে। সুমন্ত আসলামের উপন্যাস কঞ্জুস এবং বাউন্ডুলে ৩। আনিসুল হকের গদ্য কার্টুন অহেতুক কৌতুক। ধ্রুব এষের সায়েন্স ফিকশন তারা। শামীম শাহেদের উপন্যাস চৈতালী জোছনায় একা মেয়েটি। শিখা প্রকাশনী থেকে এসেছে বিচারপতি কেএস সোবাহানের বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। নিউ শিখা থেকে এসেছে ইমদাদুল হক মিলনের সে আমার।

অমর একুশে বইমেলায় ঐতিহ্য থেকে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী নিয়ে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর কপি রাইটের স্বত্ব উঠে যাবার কারণে ঐতিহ্য তার সমগ্র রচনা নিয়ে আঠারো খণ্ডের একটি সেট বইমেলায় নিয়ে এসেছে। দাম ধরা হয়েছে তিন হাজার টাকা। প্রকাশক জানিয়েছেন, মেলায় রবীন্দ্র রচনাবলী খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। এ প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধের বই 'শেক্সপীয়রের মেয়েরা'। মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনের আদর্শ মানুষ। রফিকুল ইসলামের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের কবিতার বই কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিন। আল মাহমুদের বিরামপুরের যাত্রী।

জাগৃতি থেকে মেলায় এসেছে ইভা ওসমানের যখন তোমায় দেখি। নজরুল ইসলাম দুলালের ভালোবাসার ছাপচিত্র। শহীদুল্লাহ সিরাজীর তোমার ভালোবাসা হবো। খন্দকার মাহমুদুল হাসানের মানুষের উৎপত্তি ও জাতিসমূহের সৃষ্টি। আহসান হাবীবের রম্য রচনা পৃথিবীর বিখ্যাত সব ফেলটুস। রবীন আহসানের ভূতের জন্য কান্ড।

অ্যাডর্ন প্রকাশনী থেকে মেলায় এসেছে অধ্যাপক আনিসুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ পথে যা পেয়েছি। শিল্পী মুর্তজা বশীরের গবেষণাধর্মী বই মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাংলার হারশী সুলতান ও তৎকালীন সময়। সূচীপত্র থেকে এসেছে সাংবাদিক বদরুল আলম নাবিলের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনমূলক গ্রন্থ 'খবরের পেছনের খবর এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা'। র‍্যামন প্রকাশনী থেকে এসেছে মনির হায়দারের কালো আকাশ। প্রতীক থেকে এসেছে জাফর ইকবালের দস্যি ক'জন। এস এম প্রকাশনী থেকে এসেছে কমলেশ রায়ের সাত রহস্যে টুকুপিকু। স্বরব্যঞ্জনের নতুন বই কাজী রোজীর মানুষের গল্প। আহমেদ স্বপন মাহমুদের কবিতার বই সকল বিকালে আমাদের অধিকার আছে। বইটি মোড়ক উনমোচন করেছেন কবির মেয়ে মনিষা জয়া। চাকমা বর্ণমালার প্রথম উপন্যাস ফেবো। সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের নির্জনে কেন এতো কোলাহল। মোফাচ্ছর খান সুজনের কবিতার বই সবকিছু আড়াল করে। দোহার পাড়া

ফরিদুর রেজা সাগরের
হাফ ডজন বই

মন ভুলানো গল্প আর
চোখ জুড়ানো ছবি

- মেঘনা ও আশ্চর্য প্রদীপ
- মোহনা ও ইটি
- ওরুটের চশমা
- ইডিপ্লাসের অতিথি
- জাইমার বইমেলা
- মার্কারিম্যান

চার রঙে ছাপা
এক সঙ্গে বক্সে ও ব্যাগে

পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়
অনন্যার স্টলে আসুন

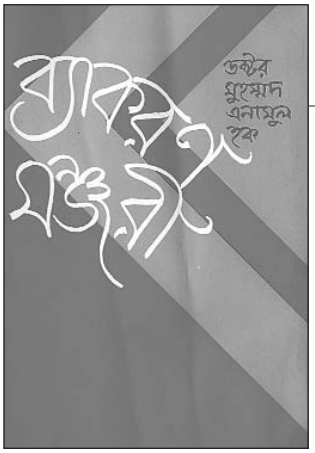

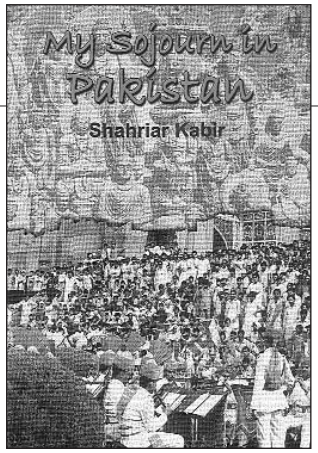

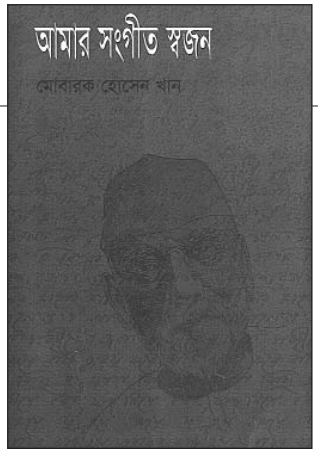

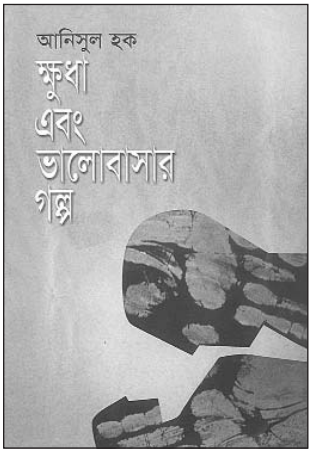

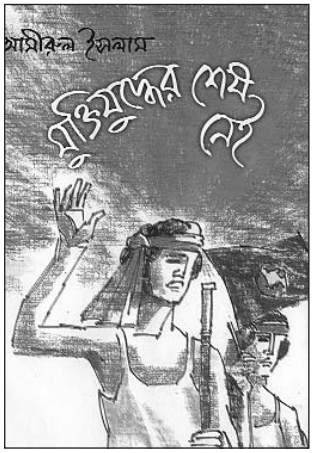

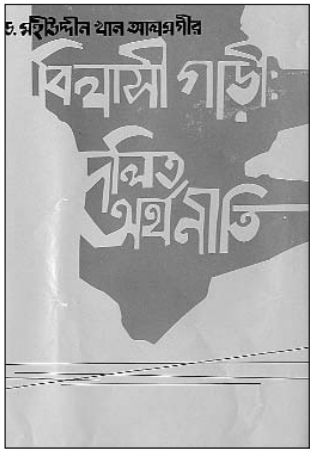

প্রকাশনা থেকে আরিফ হায়দারদের কবিতার বই অধরা কণ্ঠকলম থেকে কবি রাসেল আশেকীর কবিতার বই মাটির স্বীকৃতি কিংবা মার কাছে পুত্রের প্রার্থনা। বইটি মোড়ক উন্মোচন করেছেন কবি রফিক আজাদ। কথা প্রকাশনী থেকে শামীম আল আমিনের বই গণ্যমাধ্যম ও সাংবাদিকতা মেলায় পাওয়া যাচ্ছে। মেলায় এসেছে আশরাফ আল দীনের দ্য চাইল্ড সোলজার। সুমিনা দেয়াসিনীর স্কুল লাইব্রেরি পর্যালোচনা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। আসজাদুল কিবরিয়ার উপন্যাস ঝরা চব্বিশের উপকথা।

একুশে বইমেলায় লিটিল ম্যাগাজিন চত্বরে প্রায় ৫০টি ম্যাগাজিন এসেছে ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা থেকে। এখানে পাওয়া যাচ্ছে সুনামগঞ্জ থেকে আসা লিটিল ম্যাগাজিন গন্দন, সিলেটের পথিক, বরিশালের শেকড়, ঢাকার অক্ষর, শূন্য কৃষাণ, সময়ের কাছে, ঘুড্ডি, অক্ষৌহিনী, কর্ষণ, পরাবাস্তব, যোগাযোগ, শূন্য গ্রাম, জ্যা, সড়কসহ নানা লিটিল ম্যাগাজিন। মেলায় ক্রমেই লিটিল ম্যাগাজিনের চাহিদা বাড়ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

মেলায় এসেছে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মারুফ রায়হান সম্পাদিত একুশের সংকলন। সংকলনটিতে দেশের বরেণ্য ও তরুণ লেখকদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা স্থান পেয়েছে। মূলত বৈচিত্রময়তা সংকলনটি সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রতীক প্রকাশনী মেলায় নিয়ে এসেছে ডা. রোমেন রায়হান স্বাস্থ্য বিষয়ক বই ভিটামিন টিপ্স।

বইমেলায় এশিয়াটিক সোসাইটির স্টলে বাংলা পিডিয়ার ইংরেজি ভার্সনের সিডি পাওয়া যাচ্ছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটি সিডি প্রকাশ করেছে। মেলায় গ্রেস ইনস্টিটিউটের স্টলে সাংবাদিকতার বিভিন্ন বই পাওয়া যাচ্ছে। পিআইবি স্টলের সামনের চত্বরে সাংবাদিকদের একটি চত্বর খুলেছে।

একুশের বইমেলা : প্রয়োজন দলীয় প্রভাবমুক্ত

একুশের বইমেলাকে দলীয় বলয়ের মধ্যে রাখতে বিগত প্রায় প্রতিটি সরকারই চেষ্টা করছে। ড. আনোয়ার হোসেনের সময় একাডেমীর বইমেলা দলীয়করণের অভিযোগ থাকলেও একাডেমীর একুশের বইমেলাকে

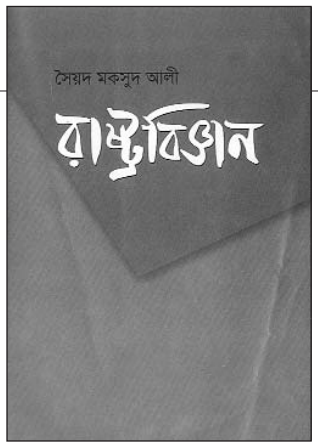

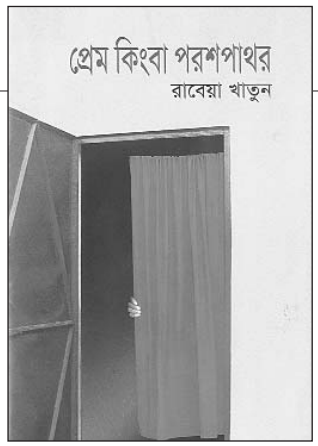

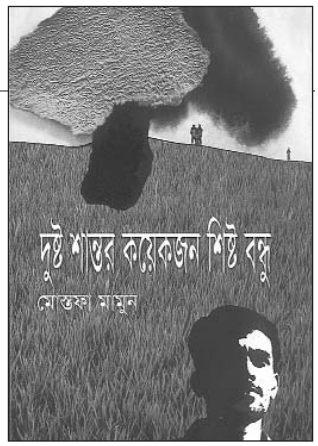

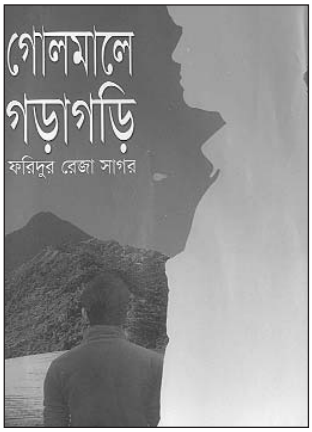

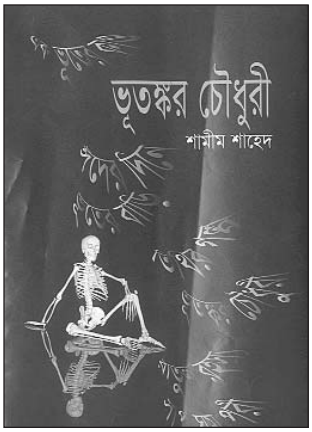

পরিচ্ছন্নতায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বইমেলায় বই ছাড়া অন্য স্টল বরাদ্দ নিষিদ্ধ করেছিলেন। স্টল বিন্যাসের জন্য আর্কিটেক্ট দিয়ে একটি নকশা প্রণয়ন করেছিলেন। একুশের বইমেলা সম্পর্কে যাতে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারে তার জন্য খুলেছিলেন ওয়েবসাইট। খোলা হয়েছিল শিশুদের বইয়ের জন্য কর্নার। একাডেমীর বর্তমান প্রশাসন একুশে বইমেলার অগ্রগতি ধরে রাখতে পারেনি। মেলায় কোনো আধুনিক প্রযুক্তির ছাপ নেই। ওয়েব সাইটটি এবার খোলা হয়নি। অনুকরণ করা হয়নি স্টল বরাদ্দের নকশা। যত্রতত্র মেলার জায়গা বরাদ্দ করে গিঞ্জি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মেলায় এসেছিলেন মিরপুর থেকে সাজ্জাদ হোসেন। তিনি ২০০০কে বলেন, মেলায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবেশ নেই। শুধুই ধাক্কাধাক্কি। এভাবে তো প্রিয় বইটি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বাংলা মটর থেকে আসা তানজিনা হাসান মৌ বলেন, বইমেলাকে আরো পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তবে এবারের নতুন ধরনের বই পেয়েছি। বইয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নাঈম রহমান বলেন, 'আমি মেলায় এসেছি গবেষণাধর্মী বই কিনতে। কিছু লিস্ট করে নিয়ে এসেছি।' প্রকাশকেরা জানিয়েছেন, একুশের বইমেলায় ক্রমেই প্রবন্ধ, গবেষণা, বিষয়ভিত্তিক বইয়ের চাহিদা বাড়ছে। এটাই বইমেলার ইতিবাচক দিক।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা বইমেলা প্রসঙ্গে বলেন, 'এত বড় আয়োজন, আপনাদের সবকিছু বুঝতে হবে'।

প্রায় প্রতিবারই বইমেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এবার তা রেকর্ড ভেঙেছে। বইমেলা ক্রমেই দলীয় বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। বইমেলার আয়োজনে একাডেমীর ওপর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। ফলে বইমেলা ক্রমেই তার উদ্দেশ্য হারাচ্ছে। স্বায়ত্তশাসিত বাংলা একাডেমী অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। একুশে বইমেলা বাঙালি জাতির মননশীলতার প্রতীক। তাই মেলাকে দলমতের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।